প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘটে চলেছে নানা ঘটনা। ঘটনার এই ঘনঘটা থেকে মুক্ত নয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পও। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের চমকপ্রদ সব খবর নিয়ে সি নিউজ-এর নিয়মিত আয়োজন দূর দিগন্ত।

হাইতির ভূমিকম্প দুর্গতদের পাশে সামাজিক যোগাযোগ সাইট

জানুয়ারি মাসে হাইতিতে ভূমিকম্প এবং তৎপরবর্তী ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ে সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো বিভিন্নভাবে ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে প্রথাগত যোগাযোগ মাধ্যমগুলো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট এবং সামাজিক গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা রাখে। দুর্গত এবং তাদের সাহায্যার্থে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবীদের পারস্পরিক যোগাযোগে টুইটার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার উশাহিদি (Ushahidi)-র মত সাইট দুর্গত এলাকার মানচিত্র একে অন্যের সঙ্গে শেয়ার করায় সাহায্য করেছে। গুগল আর ফেসবুকও পিছিয়ে থাকেনি। ভূমিকম্পে নিখোঁজ হাইতিয়ানদের তালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে তারাও এসে দাঁড়িয়েছে দুর্গত মানুষগুলোর পাশে। ভূমিকম্পের পর হাইতিয়ানরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও এলাকার ছবি তুলে সেগুলো বিভিন্নজনের কাছে প্রেরণ করেছে। জাতিসঙ্ঘের 'টেলিকম সান্স ফ্রন্টিয়ার্স' টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলীদের দুটো দলকে দুর্গত এলাকায় নিয়োগ করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিও একই ধরনের সেবা পরিচালনার মাধ্যমে দুর্গত এলাকার তথ্য বিশ্ব মানবতার কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

নমনীয় ই-নিউজপেপার পর্দা তৈরি করেছে এলজি

খ্যাতনামা কোরীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এলজি একটি নমনীয় ইলেকট্রনিক কাগজের স্ক্রিন তৈরি করেছে

যা আকারে একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকার সমান। ১৯ ইঞ্চি আয়তনের এই স্ক্রিনটি মাত্র ০.৩ মিলিমিটার পুরু, এ কারণে কাগজের মত করে সহজেই একে বাঁকানো সম্ভব। এলজি এই আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে কাঁচ দিয়ে তৈরি কোনো উপাদানের পরিবর্তে বিশেষ এক ধরনের ধাতব ফয়েল ব্যবহারের মাধ্যমে। এলজি দাবী করেছে তাদের তৈরি এই ই-কাহজই এ মুহূর্তে আকারে সবচেয়ে বড় নমনীয় ই-কাগজ। এলজি-র আগেই কিন্তু আমাজন-এর কিন্ড্‌ল এবং সনি-র ই-বুক রিডারে ইলেকট্রনিক কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। এসব কাগজের কন্ট্রাস্ট রেশিও খুব বেশি হওয়ায় লেখা পড়তে মোটেই কষ্ট হয় না। দীর্ঘ সময় ধরে পড়লেও এটি চোখের ওপর বাড়তি কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। এছাড়া কাগজকে রিফ্রেশ করার সময় ছাড়া অন্য সময় এটি চালাতে কোনো শক্তি প্রয়োজন হয় না বলে এ কাগজের ব্যাটারি আয়ু দীর্ঘ হয়।

অ্যাপল ও রিসার্চ ইন মোশনের বিরুদ্ধে কোডাকের মামলা

অ্যাপল এবং ব-্যাকবেরি নির্মাতা আরআইএম (রিসার্চ ইন মোশন)-এর বিরুদ্ধে মামলা করতে যাচ্ছে ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফিক সামগ্রী নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কোডাক। কোডাকের অভিযোগ, অ্যাপল আইফোন এবং কিছু কিছু ব-্যাকবেরি স্মার্টফোনে ক্যামেরা ফোনে ছবি প্রিভিউ করার কয়েকটি পদ্ধতি অ্যাপল ও আরআইএম ব্যবহার করেছে, যদিও এসব পদ্ধতি কোডাকের প্যাটেন্ট করা। কোডাকের প্রধান মেধাস্বত্ব কর্মকর্তা লরা কোয়াটেলা জানান, গত বেশ কয়েক বছর ধরেই আইনী ঝামেলায় না গিয়ে এ বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য অ্যাপল ও আরআইএম-এর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিলেন তাঁরা, কিন্তু সে ধরনের মীমাংসার আপাতত কোনো সম্ভাবনা না দেখায় আদালতের দ্বারস্থ হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোডাক। মটোরোলা, নকিয়া ও স্যামসাংসহ কয়েকটি খ্যাতনামা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কোডাকের ডিজিটাল ইমেজিং প্রিভিউ টেকনোলজি অনুমতি নিয়েই ব্যবহার করছে বলেও তিনি জানান। এক্ষেত্রে অ্যাপল ও আরআইএম-এর আচরণকে 'অন্যায্য' বলতেও ছাড়েননি তিনি।

কনফিকার ওয়ার্ম এখনও বিপজ্জনক

এ পর্যন্ত যতগুলো ভয়ংকর ভাইরাস এবং ওয়ার্ম আবির্ভূত হয়েছে তার মধ্যে কনফিকার একটি। ২০০৮ সালের শেষভাগে ২০০ দেশের প্রায় ৭০ লক্ষ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং হোম কম্পিউটারে আক্রমণ চালিয়ে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল এটি। সম্প্রতি 'আকামাই টেকনোলজিস' নামে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে যে, কনফিকার এখনও সক্রিয় আছে এবং ২০০৯-এর শেষভাগে এটি আবার নতুন করে বেশ কিছু কম্পিউটার আক্রমণ চালিয়েছে। আকামাই-এর একটি রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, 'যদিও মূলধারার পত্রপত্রিকা ও তথ্যমাধ্যমে এখন আর কনফিকারের কথা তেমন একটা শোনা যায় না, তবু আমাদের হাতে যে তথ্য উপাত্ত আছে তা থেকে এটা পরিষ্কার, কনফিকার এখনও বেশ সক্রিয় এবং এটি নতুন করে আক্রমণ চালানোর সুযোগ খুঁজছে।' আকামাই-এর গবেষণা থেকে দেখা গেছে, ২০০৯-এর শেষ তিন মাসে কনফিকার যেসব নতুন আক্রমণ চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে তার বেশির ভাগেরই উৎপত্তিস্থল ব্রাজিল আর রাশিয়া। এরপরই আছে যুক্তরাষ্ট্র আর চিন।

চিনা সার্চ ইঞ্জিনকে হ্যাক করল ইরানী দুর্বৃত্তরা

চিনের সর্বাধিক জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন বাইকু-কে হ্যাক করেছে 'ইরানিয়ান সাইবার আর্মি' নামে পরিচিত দুর্বত্তদের একটি দল। এই একই দল গেল ডিসেম্বরে মাইক্রোব-গিং সাইট টুইটারের ওপরও আক্রমণ চালিয়েছিল বলে জানা গেছে। ইরানিয়ান সাইবার আর্মি-র সদস্যরা বাইডু ব্যবহারকারীদের রিডিরেক্ট করে অন্য একটি সাইটে নিয়ে যায় যেটিতে নানারকম রাজনৈতিক বার্তা প্রদর্শিত হয়। চিনা সংবাদ মাধ্যমের খবর থেকে জানা যায়, জানুয়ারির প্রথম দিকে 'ইরানীয়ান সাইবার আর্মি'র দৌরাত্ম্যে বাইডু-র সার্চ সার্ভিস কয়েক ঘণ্টার মত বন্ধ ছিল। টুইটারে আক্রমণটাও পায় একই ধরনেরই ছিল। টুইটার ব্যবহারকারীদের রিডিরেক্ট করে নয়ে যাওয়া হত ইরানী জাতীয় পতাকা এবং রাজনৈতিক স্-োগান সমৃদ্ধ একটি সাইটে। সফোস নামে একটি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের এজন পরামর্শক জানান, চিনে সার্চ ইঞ্জিন হিসেবে গুগলের চাইতেও বেশি জনপ্রিয় বাইডু; প্রতিদিন কোটি কোটি চিনা নাগরিক বাইডুতে ভিড় জমান।' আর ঠিক এ কারণেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে একে বেছে নেয়া হয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

অপরাধ তদন্তে ত্রিমাত্রিক প্রযুক্তির ব্যবহার

কম্পিউটার গেম এবং চলচ্চিত্রে যে থ্রিডি প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায় এবার ঠিক সেই প্রযুক্তিকেই অপরাধ তদন্তে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্কটল্যান্ডের পুলিশ। সম্প্রতি স্কটিশ পুলিশ বিভাগে নতুন একটি ইউনিট গঠন করা হয়েছে যেটি পুলিশ ও জুরিদের জন্য অপরাধ সংঘটনের

স্থানটি থ্রিডি প্রযুক্তির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলবে, ফলে পুলিশ বা জুরিকে আর ক্রাইম সিনে সশরীরে যেতে হবে না। অ্যানিমেশন এবং ত্রিমাত্রিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে এই ইউনিট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবে কিভাবে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে। এরই মধ্যে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর হত্যাকা র তদন্তে এই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। স্কটিশ পুলিশ বিভাগের মাল্টিমিডিয়া ফরেনসিক ইউনিট এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ভার্চুয়াল মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে জটিল সব পরিস্থিতি বা ঘটনাকে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব এ প্রযুক্তির মাধ্যমে। স্কটিশ পুলিশ বিভাগ মনে করে এ প্রযুক্তি মাধ্যমে অপরাধ তদন্তে নতুন একটি দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে পারবে তারা।

উপাত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গের জন্য জরিমানা

যুক্তরাজ্যের তথ্য কমিশনারের দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, অনলাইনে উপাত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গের কেনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপরাধীকে ৫ লক্ষ পাউন্ড পর্যন্ত জরিমানা করতে পারে তথ্য কমিশন। আগামী ৬ জুলাই থেকে নতুন এই আইন কার্যকর হতে পারে বলে জানা গেছে। জরিমানার অঙ্ক নির্ধারিত হবে অপরাধের ধরন সম্বন্ধে প্রাথমিক একটি তদন্ত পরিচালিত হবার পর। যে প্রতিষ্ঠানটি নিরাপত্তা ভঙ্গের জন্য দায়ী সেটির আকার এবং আর্থিক সক্ষমতাও জরিমানার অঙ্ক নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ যদি উপাত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গের জন্য দায়ী হয় তাহলে ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত সেটি আগে দেখা হবে, একই সঙ্গে নিরাপত্তাহানির কারণে কার কতটকু ক্ষতি হল সেটিও বিচার করা হবে, এবং তারপরই নির্ধারিত হবে জরিমানার অঙ্ক। যুক্তরাজ্যে সম্প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থাসহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে গুরুতর উপাত্ত নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘটনা ঘটেছে।

সার্চ ইঞ্জিনের ভুবনে গুগল এখনও অদ্বিতীয়

সম্প্রতি ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের জগতে নিজের স্থান করে নেবার জন্য মাইক্রোসফট-এর মরিয়া প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সার্চ ইঞ্জিন জগতে গুগলের একাধিপত্য খুব ভালভাবেই বজায় আছে। নিয়েলসেন নেটরেটিং-এর জরিপ থেকে জানা গেছে, গুগল ২০০৯-এর ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৬৭০ কোটি সার্চ কোয়েরির জবাব দিয়েছে, যা মোট সার্চ কোয়েরির প্রায় ৬৭ শতাংশ। তার আগের মাসে এ হার ছিল ৬৫ শতাংশের মত। ২০০৯-এর জুলাই থেকে সার্চ ইঞ্জিন বাজারে গুগলের অংশীদারিত্ব ৬ শতাংশের মত বেড়েছে। নিয়েলসেন জানিয়েছে, ডিসেম্বরে সার্চ ইঞ্জিন বাহারে ইয়াহু-র শেয়ার ছিল ১৪.৪ শতাংশ, যা তার আগের মাসের চাইতে ১ শতাংশ কম। অন্যদিকে গুগলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর স্বপ্নে বিভোর মাইক্রোসফট-এর বিং-এর মার্কেট শেয়ার নভেম্বরের তুলনায় ডিসেম্বরে বরং একটু কমে গেছে। নভেম্বরে যেখানে এটি ১০.৭% অংশীদারিত্ব দরে রেখেছিল ডিসেম্বরে এসে সেটি হয়ে গেছে ৯.৯%। অথচ গত বছরের জুনে যাত্রা শুরু করার পর প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে বিং দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

হোয়াইট হাউসে প্রযুক্তি নির্বাহীদের স্বাগত জানালেন ওবামা

সামাজিক যোগাযোগ সাইট, সফটঅয়্যার কোম্পানিসহ বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধতন নির্বাহীদের সম্প্রতি হোয়াইট হাউসে নিমন্ত্রণ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। উদ্দেশ্য ছিল, সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি নীতি কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে

পরামর্শ নেয়া। প্রেসিডেন্ট-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ৫০ জনের বেশি নির্বাহী হাজির হয়েছিলেন এ সভায়। ছিলেন মাইক্রোসফট সিইও স্টিভ বলমার, অ্যাডোব সিইও শান্তনু নারায়ণ, ক্রেইগলিস্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা ক্রেইগ নিউমার্ক, ইলেক্ট্রনিক আর্টস-এর সিইও জন রিচিটিয়েলো, ফেসবুক-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ক্রিস হিউজেস প্রমুখ। ওবামা অভ্যাগতদের হোয়াইট হাউসে স্বাগত জানিয়ে মজা করে বলেন, 'এ শহরে একটা ব-্যাকবেরি ফোন পাওয়ার জন্যই আমাকে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'গত দুই দশকে যে প্রযুক্তি বিপ-ব আমাদের সমাজকে পাল্টে দিয়েছে সে বিপ-ব এখনও মার্কিন সরকারের সব পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি।' সরকারি কর্মকাণ্ডে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ আরো বাড়ানোর জন্য আমন্ত্রিতদের পরামর্শ চান তিনি।

শিশুদের বানান-সক্ষমতা বাড়তে পারে টেক্সট মেসেজিং

মোবাইল ফোনে শর্ট মেসেজ সার্ভিস তথা এসএমএস-এ পুরো শব্দ না লিখে প্রতীক ও সংখ্যার সাহায্য নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে লেখারই রেওয়াজ। অনেক বাবা মা-ই মনে করেন, এভাবে ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করার কারণে শিশুদের নির্ভুল বানান ও শব্দগঠনের ক্ষমতাকে কমিয়ে দেয় টেক্সট মেসেজিং। অথচ যুক্তরাজ্যে ৮ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের ওপর চালানো এক জরিপে দেখা গেছে, যেসব শিশু নিয়মিতভাবে টেক্সট মেসেজিং করে তাদের বানান সক্ষমতা না কমে বরং বেড়েছে। জরিপ পরিচালনাকারী গবেষকরা বলছেন, টেক্সট মেসেজে শব্দ নিয়ে খেলা করার প্রবণতা থাকায় এটি শিশুদের সৃষ্টিশীলতাকেই বরং উস্কে দেয় এবং শব্দ ও বানানের প্রতি তাদের আরো উৎসাহী করে তোলে। যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এ কারণেই মনে করেন, দীর্ঘদিন ধরে টেক্সট মেসেজিং-এ লিপ্ত থাকলেও শিশুদের ভাষাগত কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আদৌ নেই। বরং যেসব শিশু নিয়মিতভাবে টেক্সট ভাষা ব্যবহার করে তারা ইংরেজি ভাষার আনুষ্ঠানিক রূপকে আরো ভালভাবে আয়ত্ব করতে পারে। ফলে অতিরিক্ত টেক্সট মেসেজিং ব্যবহারকারী শিশু-কিশোরদের আনুষ্ঠানিক ভাষা শিক্ষা ব্যাহত হয়- এ কথার কোনো ভিত্তি নেই বলেই মনে হচ্ছে।

টুইটার আর ফেসবুকে নাম লেখালেন বিল গেটস

টুইটার, ফেসবুক, মাইস্পেস এবং লিংক্‌ড ইন-এর মতো সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো এই মুহূর্তে বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এবার মাইক্রোসফট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি বিল গেটসও এখন মজেছেন সামাজিক যোগাযোগের প্রেমে। তিনি সম্প্রতি একটি টুইটার একাউন্ট এবং নিজের নামে একটি ফেসবুক ফ্যান পেজ খুলেছেন। টুইটারে পাঠানো গেটসের সর্বপ্রথম ক্ষুদ্রবার্তা বা টুইট ছিল: 'হ্যালো ওয়ার্ল্ড। বর্তমানে আমার ফাউন্ডেশনের জন্য একটা চিঠি লেখায় ব্যস্ত আছি আমি।' গেটস যে ফাউন্ডেশনের কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অলাভজনক সংস্থা 'বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন'। এর পরপরই মার্কিন টিভি ও রেডিও হোস্ট রায়ান সিক্রাস্ট-এর কাছে আরেকটি টুইট পাঠান গেটস, এ টুইটে হাইতির ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তহবিল সংগ্রহের কথা বলেন তিনি। টুইটারে যোগ দেয়ার প্রথম ছয় ঘন্টার মধ্যেই প্রায় ৭০,০০০ 'ফলোয়ার' জোগাড় করে ফেলেন তিনি। একই সঙ্গে নিজেও 'ফলো' করছেন বারাক ওবামা, জর্ডানের রাণী রানিয়া প্রমুখকে। গত গ্রীস্মে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবার পর আবার নতুন করে ফেসবুকেও নাম লিখিয়েছেন গেটস। বর্তমানে ফেসবুকে তাঁর প্রায় ৫৫,০০০ ফ্যান আছে। উলে-খ্য, ফেসবুকে হাজার হাজার 'বন্ধু'র দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে ফেসবুকে নিজের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছিলেন গেটস। এখন যে কারণেই হোক, আবারও ফেসবুকের ভুবনে নাম লেখালেন তিনি। ■